তমলুকের বিপিএল সব্জী বিক্রেতা উত্তম ভরসা সকলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ভরসা সারা রাজ্যের সাধারণ মানুষের আর তমলুকের সাধারণ মানুষের ভরসা বিপিএল সব্জি বিক্রেতা উত্তম প্রধান। কারণ সারা বাজারে যখন সব্জীর গায়ে আগুন তখন সাধারণের একেবারে সাধ্যের মধ্যেই সব্জী মেলে উত্তমের কাছে এলে। তার জেরে সহজে চেনার জন্য এই সব্জী ব্যবসায়ীকে আদর করে এলাকার মানুষ ডাকেন 'বিপিএল সব্জী বিক্রেতা উত্তম' বলে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানিকতলার বাসিন্দা উত্তম প্রধান। বিগত কয়েক বছর ধরে তমলুকের হরি বাজারে ফুটপাতের ধারে বিভিন্ন সব্জী পেতে ব্যবসা শুরু করেছেন। উত্তম প্রধান জানিয়েছেন, রাজ্যের ২ কোটি মানুষকে মাত্র ২ টাকায় চাল দেওয়া যায় সেটা করে দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তাই দেখে আমার মনের মধ্যেও গ্রাহকদের কিভাবে অনেক কমে সব্জী তুলে দেওয়া যায় সেই চিন্তা মাথায় আসে। জানিয়েছেন, প্রথম সংলগ্ন এলাকার চাষিদের থেকে সরাসরি সব্জী কিনি আর আড়ত থেকে যা কিনি তা অনেক বেশী পরিমাণে। এর সাথে সামান্য লাভ। এই তিন ফর্মূলা মেনে ব্যবসা করেন। আর তার জেরেই সারা বাজারে যখন রসুন বিক্রি হয় প্রতি কেজি ৭০-৮০ টাকায় তখন এই সব্জী বিক্রেতা বিক্রি করেন মাত্র ৪০-৫০ টাকায়। শশা সারা বাজারে দাম ৩৫-৪০ টাকা এখানে ২০ টাকা কেজি, ওল কপি প্রতি কেজি সারা বাজার ৩০-৪০ টাকা হলেও উত্তমের কাছে ১৫ টাকায় পাওয়া যায়। এমন আরো কত। ফলে সকালে রাস্তার ধারে বিভিন্ন সব্জী নিয়ে বসতে না বসতেই বিক্রি হয়ে যায় সব মাল। বিপিএল সব্জী বিক্রেতা উত্তমের থেকে মাল কিনতে গ্রাহকদের ভিড় দেখে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের হিংসা হলেও তাঁরাও খুশি। কারণ আর পাঁচ জনের মত তাঁদের বাড়ির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সব্জীও যে যায় এখান থেকেই।

সাঁওতালি মাধ্যমে পঠনপাঠনের দাবিতে স্কুলে তালা দিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের রানিসরাই পীড় সাঁওতালি মাধ্যমে পঠন পাঠন ও স্কুল সংক্রান্ত কয়েকটি অনিয়মের দাবিতে স্কুলের গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালো। অবস্থান অবরোধের জেরে পণ্ড হল এদিনের পঠনপাঠন ব্যবস্থা। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ব্লকের নেকুড়সেনী বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন স্কুলের। সোমবার স্কুলে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ-সহ ছাত্রছাত্রীরা দেখেন স্কুলের গেটে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পতাকা বাঁধা। স্কুলের গেটে লাগানো রয়েছে তালা। নয় দফা দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড ঝোলানো হয়েছে গেটে। স্কুলে ঢুকতে না পেরে সামনের মাঠেই বসতে হয়। ইতস্তত ঘুরেছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। একপ্রকার ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের এদিনের আন্দোলনের জেরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় স্কুলে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সাঁওতালি মাধ্যমে শিক্ষকদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সাঁওতালি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের গত শিক্ষাবর্ষের মার্কশিট প্রদান করেনি স্কুল, হস্টেলে থাকা ছাত্রছাত্রীদের বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়, স্কুল ক্যাম্পাস-সহ মাঠের কাছে থাকা গাছ অবৈধভাবে কেটে বিক্রি করা হয়েছে, স্কুলে সাঁওতালি মাধ্যমে ঠিকমতো পঠনপাঠন হচ্ছে না। মোট নয় দফা অভিযোগ ও দাবির ভিত্তিতে এদিন তারা আন্দোলনে নামে। প্রায় তিনঘন্টা ধরে এই আন্দোলন চলে।

স্কুলে ঢুকতে না পারায় ছাত্রছাত্রীরা ইতস্তত ঘুরতে থাকে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেখা যায় মাঠে বসেই সময় কাটাতে। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, স্কুলের প্রধান শিক্ষক এসে যতক্ষণ না তাদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান না হচ্ছে ততক্ষণ তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। স্কুলের শিক্ষক সুবলকুমার শীট বলেন, স্কুলে পরিচালন কমিটি ভেঙে গেছে। ফলে বিদ্যালয় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। সাঁওতালি মাধ্যমের পার্ট টাইম শিক্ষকেরা আসছেন না বলেই এই সমস্যা। নেকুড়সেনী বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন স্কুলে বারবার আদিবাসী সংগঠনের আন্দোলনের চাপে পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে। কখনও সাঁওতালি মাধ্যম চালু করা, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া, বই প্রদান-সহ নানা দাবিতে বারবার একই পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে স্কুল। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য কবে তারা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন কে জানে। অপরদিকে আন্দোলনকারী নারায়ণ বাস্কে ও দুর্গাপদ বাস্কেদের দাবি তাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ বন্ধ করুক স্কুল। তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাও যাতে সুষ্ঠুভাবে পঠনপাঠন করতে পারে তার কথা ভাবা উচিত স্কুল কর্তৃপক্ষ-সহ প্রশাসনের। পরে বেলদা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রদীপ রথ ও নারায়ণগড় সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক মানিক সিংহ মহাপাত্র স্কুলে এসে দুপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থার আশ্বাস দিলে অবরোধ আন্দোলন উঠে যায়। কিন্তু এদিন স্কুলে পঠনপাঠনের কাজ চালাতে পারেনি স্কুল।

গ্রামীণ মেলা ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ রামনগর ২ ব্লকের দেপাল গ্রাম পঞ্চায়েতের দেপাল শাসনবাড় আজাদ হিন্দ ক্লাবের উদ্যোগে পঞ্চম বর্ষের নেতাজি গ্রামীণ মেলা ও প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও আন্তঃস্কুল ক্যুইজ এবং মহিলাদের রকমারি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল দেপাল হাইস্কুল সংলগ্ন পার্শ্বস্থ ময়দানে। সংঘের যুগ্ম সম্পাদক রঞ্জন পাত্র ও মেকাইল আলি সাহা বলেন, শিবিরে ১৫০ জন রোগীর বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়। ক্যুইজে ১২টি দল অংশগ্রহণ করে। বিজয়ী ও বিজিত দলকে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল। রকমারি প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হওয়া মহিলাদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ দেবব্রত দাস, সমাজসেবী উত্তম বারিক, সমাজসেবী দীপক সার, দেপাল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিজিয়া বিবি, জেলাপরিষদ সদস্য অশোক বিশাল, সমাজসেবী সেক মৈদুল, সমবায়ী রাধাগোবিন্দ দত্ত প্রমুখ।

পশ্চিম মেদিনীপুরে জাহালদা মেলা কমিটির উদ্যোগে গণবিবাহের আয়োজন করা হয় সোমবার রাতে। বিগত ১৭ বছর ধরে এলাকার আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়েদের এভাবে গণবিবাহের মাধ্যমে বিবাহের ব্যবস্থা করে আসছে জাহালদা মেলা কমিটি। নিজস্ব চিত্র

রক্তাল্পতা দূর করতে স্কুলে খাওয়ানো হল ট্যাবলেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ রক্তাল্পতা দূর করো-সুস্থ সবল বাংলা গড়ো। রক্তাল্পতা দূর করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথম শ্রেণি থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট খাওয়ানোর। শনিবার তার উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। এদিন নারায়ণগড় ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে দেউলি সুধীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই ট্যাবলেট খাইয়ে রক্তাল্পতা দূর করার কর্মসূচির সূচনা করা হয়। নারায়ণগড় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ আশিসকুমার মণ্ডল নিজে ছাত্রছাত্রীদের ওষুধ খাওয়ান এদিন। অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন এদিন। প্রতি সোমবার মিড ডে মিল খাওয়ার পর এই ট্যাবলেট খাওয়ানো হবে ছাত্রছাত্রীদের বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ আশিসকুমার মণ্ডল। এদিন দেউলি সুধীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানো হয় ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট।

রামনগর ১ ব্লকের গোবরা অঞ্চলের কাঁটাবনি গ্রামের বিধায়ক কোটার ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার কংক্রিট রাস্তার শিলান্যাস করলেন বিধায়ক অখিল গিরি। নারকেল ফাটিয়ে রাস্তার কাজের সূচনা করেন। তিনি এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান মর্জিনা বেগম। উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধান পরিমল মন্ডল, পঞ্চায়েত সদস্য ঈশ্বর বেরা। নিজস্ব চিত্র

ঝাড়গ্রাম জেলায় ২০ হাজার বাংলার আবাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ গত এক বছরের সাফল্যের পর এবার আগামী বছরে ঝাড়গ্রাম জেলায় কুড়ি হাজার মানুষকে বাংলা আবাস যোজনার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। সোমবার বাংলা আবাস বিতরণ দিবসে কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে ঝাড়গ্রামের ৫ জন আবাস যোজনার শংসাপত্র পেয়েছেন। এছাড়া ওখান থেকেই ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ৫০০ জন আবাস যোজনার শংসাপত্র পেলেন। আর তাই এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা স্তরে বাংলা আবাস দিবসে অনুষ্ঠান বাড়তি উৎসাহ তৈরি করেছিল সবার মধ্যে। সোমবার ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরা মহাসংঙ্ঘে জেলাস্তরের এই অনুষ্ঠান চলাকালীন কলকাতা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠান ঘিরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত উপভোক্তারা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। সোমবার জেলার এই অনুষ্ঠান থেকে ঝাড়গ্রাম এবং জামবনি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের আড়াইশো জন মহিলা, পুরুষকে আগামীতে বাড়ি তৈরির শংসাপত্র দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রাম জেলা এবং ঝাড়গ্রাম ব্লকের এই যৌথ অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ২৫ জনকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম জেলায় ২০১৬ এবং ২০১৭ বর্ষে ৭১৩৭, ২০১৭ এবং ২০১৮ বর্ষে ১০০০৩ জনকে বাংলা আবাস যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৮ এবং ২০১৯ লক্ষ্য ঝাড়গ্রাম জেলার রাখা হয়েছে ২০ হাজার। এদিন কলকাতাতে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে শংসাপত্র পেয়েছেন ঝাড়গ্রামের সাপধরা, রাধানগর, জামবনির পরিহাটি এলাকার ৫ জন। তাই এদিন শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠান ঘিরে আলাদা উৎসাহ ছিল। জয়ন্তী শিট, সরস্বতী দাস, রানী শবররা জানান আমরা খুবই আনন্দিত। এদিন জেলাস্তরীয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ উমা সোরেন, জেলাশাসক আর অর্জুন, মহকুমাশাসক নকুলচন্দ্র মাহাতো, ঝাড়গ্রামের বিডিও সুদর্শন চৌধুরী, ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেখা সোরেন। সাংসদ উমা সোরেন বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আজ আমাদের সব দিয়েছেন। আজ জঙ্গলমহলের মায়েরা নিশ্চিন্তে তাদের সন্তানদের নিয়ে ভাবতে পারছেন। যা আগে কখনোই সম্ভব ছিল না।

মোবাইলে ম্যাসেজ দেখে আতঙ্কিত ব্যাঙ্ক গ্রাহক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ টাকা তোলা হয়নি কোনওভাবেই। তবু রবিবার ফোনের মেসেজ বক্সে অ্যাকাউন্ট থেকে চার হাজার টাকা তুলে নেওয়ার মেসেজ এলো। আর তা দেখে আতঙ্কিত হলেন এক ব্যাঙ্ক গ্রাহক। ব্যাঙ্ক গ্রাহক দেউলির বাসিন্দা ব্যবসায়ী গৌতম পণ্ডা জানান, ব্যাঙ্ক থেকে ফোন করা হচ্ছে বলে ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ফোন আসে তার মোবাইলে। তিনি কোনও কথা বলেননি। আর তারপরেই মেসেজ আসে অ্যাকাউন্ট থেকে চার হাজার টাকা তোলা হয়েছে। রবিবার হওয়ায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। ফলে আতঙ্কে কাটাতে হয় তাকে। এদিন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রানীসরাই শাখায় গিয়ে জানতে পারেন তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা যথারীতি আছে। কিন্তু কীভাবে এই কাণ্ড ঘটল জানতে পারছেন না তিনি। তিনি সেই মেসেজ দেখে কোনও প্রতিক্রিয়া না করার ফলেই হয়তো তার টাকা খোওয়া যায়নি। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির দুষ্কৃতী একের পর এক এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ সচেতন হলেই এই ধরণের ক্রাইমের কবলে পড়বেন না। ব্যাঙ্ক গ্রাহক গৌতম পন্ডা জানান, প্রথমে বুঝতে পারি কোন প্রতারক এটি করছে। তবে পরের এসএমএস আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়। তবে টিভি চ্যানেল এবং খবরের মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোজা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করি। সবাইকে এমন কল থেকে সচেতন হতে হবে। এ নিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রানীসরাই শাখার ম্যানেজার সুজিত দেব গ্রাহকদের সচেতন করে বলেন, কোনসময় কাউকে পিন বা অন্য তথ্য ফোনে জানাবেন না। সে যতই নিকট আত্মীয় হোক। এক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। কোন সমস্যা হলে ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করুন। পুলিশি সহায়তা কিংবা অন্যান্য সহায়তা করা হবে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ছাগল বিলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে প্রাণী সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। সঠিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রাণীসম্পদ পালনের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্রামীণ এলাকায় অপুষ্ঠি ও দারিদ্রতা দূর করা সম্ভব। তেমন একে বিকল্প জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ণও সম্ভব। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলাপরিষদের প্রাণী সম্পদ দফতরের উদ্যোগে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ছাগল ছানা বিলি করা হল। এদিন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে ছাগল ছানা-সহ খাওয়ার তুলে দেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলাপরিষদের প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ দেবব্রত দাস। তিনি বলেন, রামনগর ২ ব্লকের ৮টা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২০ জন উপভোক্তার হাতে পাঁচটি করে মোট ১০০টি ছাগল ছানা তুলে দেওয়া হয়। ব্লকের প্রাণী সম্পদ আধিকারিক অরবিন্দ মাইতি বলেন, গ্রামীণ এলাকায় পিছিয়ে পড়া মানুষদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যেই এই উদ্যোগ। এক উপভোক্তা বলেন, ছাগল পালন করে যেমন আনন্দ পাব, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে লাভবানও হব। প্রত্যেক উপভোক্তাকে ২৮ কিলোগ্রাম করে খাবার তুলে দেওয়া হয়।

সাবাজপুটে নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ সাবাজপুট কৃষ্ণ খয়রাতি বাড় বাশুলী উৎসব কমিটি আয়োজিত নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল। টসে জিতে সাবাজপুট অগ্নিবীনা ক্লাব ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ১৬ ওভারে ১৩৩ রান করে ১৩৪ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে তাজপুর ক্রিকেট একাদশ ১০২ রানে সকলে আউট হয়ে যায় ফলে অগ্নিবীনা ক্লাব ৩১ রানে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ান হয়। চ্যাম্পিয়ান দলকে ট্রফি-সহ নগদ ১০ হাজার টাকা, রানার্স দলকে ট্রফি-সহ নগদ ৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়। খেলার পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী তনিয়া জানা, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মৃন্ময় পন্ডা, কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত, ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ পন্ডা, সাবাজপুট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রামগোবিন্দ দাস। উৎসব কমিটির সম্পাদক চণ্ডীচরণ নায়ক সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং ধন্যবাদ জানান।

নিখোঁজ শ্রমিকের খোঁজে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ কর্ণাটকের মহীশূরে একটি জুতোর কারখানায় কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ কাঁথির মারিশদা থানার পানিচিয়াড়ির যুবক নারায়ণ রথ (৩৬)। গত আড়াই মাস ধরে কোনও খোঁজ না পেয়ে শেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছে তাঁর পরিবার। গত ২৩ নভেম্বর থেকে নিখোঁজ হয়েছেন নারায়ণবাবু। ১৩ দিন ধরে তাঁকে খুঁজে না পেয়ে ৬ ডিসেম্বর কারখানা কর্তৃপক্ষ খবর দেয় তাঁর বাড়িতে। খবর পেয়েই ৮ ডিসেম্বর মহীশূরে যান নারায়ণবাবুর বাবা বটকৃষ্ণ রথ। কিন্তু, কারখানার মালিক কলকাতার বাসিন্দা নান্টু দে দুর্ব্যবহার করে তাঁকে তাড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ। সেখান থেকে ফিরে স্থানীয় নঞ্জনগুড থানায় নিখোঁজের অভিযোগ জানাতে গিয়েও ব্যর্থ হন তিনি। কয়েকদিন আগে সরাসরি নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন বটকৃষ্ণবাবু। আর তারপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো ইতিমধ্যে এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান কাঁথির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ বসু। এই বিষয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফোন করে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। সেই মতো ওই যুবকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে মহীশূরের ওই জুতো কারখানার মালিক এবং ঠিকাদারকে নোটিশ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে।